—ঃ শাক্ত পদাবলী ঃ—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবনা,
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।

— রামপ্রসাদ সেন

ব্যাখ্যা ঃ—

রামপ্রসাদ সেনের এই পদটিতে হিমালয় দুহিতা উমা এবং হিমালয় গৃহিনী মেনকা একেবারে বাংলা দেশের নারী হিসেবে ফুটে উঠেছে, উমা তো এখানে মানবী বটেই, শিবও তার দেবত্ব হারিয়ে একেবারে অতি সাধারন মানুষে পরিনত হয়েছে। বিবাহ হয়ে গেলে কন্যাকে আর কাছে পাওয়া যায়না এ দুঃখে বাঙালী মাতার সাধারন দুঃখ — তার উপর জামাতার যদি সংসারে মন না থাকে, সে যদি বেখুরে বা বাউ-ন্ডুলে হয় তবে কন্যার দুর্গতির জন্য ভেবে মায়ের মন আরও উতলা হয়ে পড়ে। এখানে মেনকার আর্তির মধ্যেও সেই দুশ্চিন্তা এবং বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। উমাকে সে বছরের কোন সময় দেখতে পায়না এবং বেখুরে শিব তার কোনো ব্যাপারেই সচেতন নয় — এই দুঃখেই মেনকা বলেছে, এবার কন্যা বাড়িতে আসলে সে আর শ্বশুরবাড়িতে তাকে পাঠাবেনা। ইহাতে অবশ্য লোকলজ্জার কারন ঘটতে পারে, কারন সাধারনত স্বামী গ্রহন না করলেই স্ত্রী স্বামীর বাপের বাড়িতে থাকে — লোকে উমার সম্বন্ধে এই ধরনের অপবাদও দিতে পারে। কিন্তু তাতেও মেনকা বিচলিত হবে না। শেষ দুই পংক্তি পংক্তিতে বাঙালী মাতার আর্তি এবং আশাভঙ্গের বেদনা একেবারে মানবিক হয়ে উঠেছে, বাঙালী মাতা তাহার কন্যাকে যখন পাত্রস্থ করে তখন বড়ো আশা করে কন্যাটি সুখী সংসারের গৃহিনী হয়ে উঠিবে। কিন্তু স্বামীর যদি সংসারে মন না থাকে, সে যদি বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায় তাহলে কন্যার অদৃষ্টে যে যন্ত্রনা সে কোনো মা সহ্য করতে পারে না, কবি বলেছেন, শিব শ্মশানচর বলে, সংসারের ব্যাপারে উদাসীন বলে মেনকার যন্ত্রনা সীমাহীন,

— o —